ঘুষ, ছিনতাই ও অনিয়মে জড়িত মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ১০ কর্মকর্তা বরখাস্ত

সংগৃহীত ছবি

মাদক নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত থেকে বরং ঘুষ, স্বর্ণ ছিনতাই, ও চেক লুটের মতো অপরাধে জড়ান মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একাধিক কর্মকর্তা। জুলাই মাসে এসব অভিযোগে বরখাস্ত হন ১০ জন, একজন পাঠানো হন বাধ্যতামূলক অবসরে। চলমান তদন্তে উঠে আসছে আরও ভয়াবহ অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র।

মাদক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে থেকে নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অন্তত ১০ কর্মকর্তা। ঘুষ গ্রহণ, স্বর্ণ ছিনতাই, সাজানো অভিযান চালিয়ে টাকা লুট, এমনকি কাউন্সিলরের বাসায় অনৈতিক লেনদেন—এসব অভিযোগে জুলাই মাসে তাদের বরখাস্ত করা হয়েছে।

বরখাস্ত হওয়া কর্মকর্তাদের মধ্যে রয়েছেন ব্যাংক চেক নেওয়া, অভিযান দেখিয়ে টাকাসহ স্বর্ণ আত্মসাৎ করা এবং লাইসেন্স পাইয়ে দেওয়ার নামে ঘুষ চাওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্তরা। সহকারী পরিচালক বাবুল সরকারকে প্রমাণিত ঘুষ নেওয়ার কারণে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়েছে। একই ধরনের অপরাধে একজন কর্মকর্তার ইনক্রিমেন্ট স্থগিত এবং আরেকজনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা সুপারিশ করা হয়েছে।

বিশেষত টঙ্গী, পটুয়াখালী, গাজীপুর ও টাঙ্গাইলে এসব ঘটনার সূত্রপাত ঘটে। এক কাউন্সিলরের অভিযোগ অনুসারে, ফাঁকা অভিযানে ১০ হাজার টাকা তেল খরচ নিয়ে পরবর্তীতে বাসা থেকে ৮ লাখ টাকার বেশি লুট করেন কর্মকর্তারা।

মহাপরিচালক মো. হাসান মারুফ জানান, দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই অধিদপ্তর জিরো টলারেন্স নীতিতে পরিচালিত হচ্ছে। অপরাধী যত বড় কর্মকর্তাই হোক, ছাড় নেই বলেই জানান তিনি। বর্তমানে আরও কয়েকটি অভিযোগের তদন্ত চলমান রয়েছে, প্রমাণ মিললে নেওয়া হবে কঠোর ব্যবস্থা।